RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ২১ ফেব্রুয়ারি - ৬ মার্চ, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 4, Cooch Behar, Friday, 21 February - 6 March, 2025, Pages: 8, **Rs. 3**

স্থায়ী উপাচার্যের দাবিতে আন্দোলন পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্থায়ী উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার নিয়োগ সহ একাধিক দাবিতে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনে নামল এআইডিএসও। ১৮ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার সংগঠনের তরফে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় এআইডিএসও ইউনিটের সম্পাদক সুনির্মল অধিকারী বলেন, "আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য পদ খালি পড়ে আছে। এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল রেজিস্ট্রারও নেই। ফিন্যান্স অফিসারের পদটিও শূন্য। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা সমস্ত কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের, যাদের মাইগ্রেশন সহ বিভিন্ন কাজে প্রশাসনিক সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পরে। অভিভাবকহীন অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার কথা কারো কাছে জানাতে

পর্যন্ত পারছে না।" সংগঠনের তরফে অভিযোগ করা হয়, 'রিসার্চ স্কলার'রা হয়রানির শিকার হচ্ছে। 'থিসিস পেপার' তৈরি হয়ে থাকলেও জমা করতে পারছে না। স্কলারশিপ, ফেলোশিপ আটকে যাচ্ছে। অনেকে মাঝপথে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে বলেও অভিযোগ। তিনি বলেন, "আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি একটা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য, রেজিস্ট্রার এবং ফিনান্স অফিসার নিয়োগ করতে হবে। অতি দ্রুততার সঙ্গে আমাদের দাবিগুলো মেনে না নিলে আগামী দিনে আরোও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবো।"

সেই সঙ্গে এদিন দীর্ঘদিন থেকে পরে থাকা নবনির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন চালু করে ক্লাস রুমের সমস্যার সমাধান করা, লাইব্রেরীসহ প্রতিটি বিভাগে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা, অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা, লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বই রাখা, হোস্টেল ফি কমানো, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্যান্টিনে সুলভ মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করা সহ একাধিক দাবি নিয়ে এআইডিএসও'র পক্ষ থেকে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে রাজ্যপাল এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরিউক্ত সমস্যাগুলো নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মিছিল করে একটি প্রতিবাদী সভাও করা হয়। সুনির্মল অধিকারী মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, দয়াল বর্মন, মুক্তা রায়, সুজয় বর্মন সহ অনেকেই।

সংগঠন চাঙ্গা করতে প্রাতঃভ্রমণকে হাতিয়ার অভিজিতের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিধানসভা নির্বাচনের আগে বুথে বুথে দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে প্রাতঃভ্রমণকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। গত কিছুদিন ধরে কোচবিহার জেলার একাধিক বিধানসভায় প্রাতঃভ্রমণে যাচ্ছেন তিনি। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন। এলাকায় কি সমস্যা রয়েছে, কি কি উন্নয়নের প্রয়োজন তা বাসিন্দাদের কাছে জানতে চাইছেন তিনি। বিজেপির দাবি, এলাকার উন্নয়নের কাজ কোথাও তেমনভাবে হয়নি। সমস্ত জায়গায় মানুষের সমস্যা রয়েছে। উন্নয়নের কাজ না করে শুধু সমস্যার কথা শুনছেন বলে কটাক্ষ করে বিজেপি। অভিজিৎ অবশ্য বিজেপির বক্তব্যকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছে না।

কয়েকদিন আগে কোচবিহার উত্তর বিধানসভায় জনসংযোগ করেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এদিন তিনি কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের পাতলাখাওয়া অঞ্চলের ২০, ২১ ও ২২ নং বুথে জনসংযোগ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর দে, পাতলাখাওয়া অঞ্চলের সভাপতি আমজাদ আলি, রাকেশ চৌধুরী, শিখা দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের ২১ এর বিধানসভা ভোটে পরাজিত হয় তৃণমূল। সেখানে জয়ী হন বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়। সেই বিধানসভা কেন্দ্রে কর্মীদের চাঙ্গা করতে নেমেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বরা। ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ওই বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংযোগ শুরু করেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা। তারই মাঝে কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের পাতলাখাওয়া অঞ্চলের ২০, ২১ ও ২২ নং বুথে জনসংযোগ করলেন অভিজিৎ দে ভৌমিক। এদিন সেখানে মদনমোহন কালভার্ট এলাকা থেকে সোনার বাংলা কালভার্ট পর্যন্ত হেঁটে যান অভিজিৎ। এলাকার মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেছেন। সেই সমস্যা দ্রুততার সাথে মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের পাতলাখাওয়া অঞ্চলের ২০, ২১ ও ২২ নং বুথে জনসংযোগ করলাম। এদিন হিমঘর থেকে সাব সেন্টার পর্যন্ত কোচবিহার জেলা পরিষদের উদ্যোগে একটি দীর্ঘ রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। এখানে সোনার বাংলা কালভার্টের জন্য দীর্ঘদিন ধরে জল জমে যায়। সেই সমস্যা সমাধান করতে গেলে সেই কালভার্টকে উচু করতে হবে। এছাড়া মানুষের নানা সমস্যা রয়েছে, সেগুলো তাদের মুখ থেকে শুনলাম এবং তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।"

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: অসুস্থ শরীরের হসপিটালে বসে পরীক্ষা দিলেন এক ছাত্রী। সোমবার সন্ধ্যায় অসুস্থ শ্বাসকষ্ট সমস্যা হওয়ায় তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। মালদার গাজোলের এই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে বসেই ভূগোল পরীক্ষা দেয়। জানা গিয়েছে ওই পরীক্ষার্থীর বাড়ি গাজোল ব্লকের চাকনগর অঞ্চলের জাজিলাপাড়াতে। সে চাকনগর হাইস্কুলের ছাত্রী। তার পরীক্ষা সিট পরে বাবুপুর হাইস্কুলে। সন্ধ্যা থেকে তাঁর শরীর খারাপ করে ও শ্বাসকষ্ট হয়। এদিন মঙ্গলবার বেলা ১২ টা নাগাদ গাজোল হাসপাতালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় সে। ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এদিন সে পরীক্ষা দেয়। এমন উদ্যোগকে তার পরিবার সাধুবাদ জানিয়েছেন। ওই পরীক্ষার্থীকে দেখতে যায় গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার অঞ্জন রায়, গাজোল থানায় আইসি আশীষ কুন্ডু ছুটে যায়।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাইক বাজানোর প্রতিবাদ করায় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের দিনহাটা ১ ব্লকের ওকড়াবাড়ি পঞ্চায়েতের কাওরাই গ্রামে। অভিযোগ, ওই ছাত্রীকে মারধর করেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা ও তার স্বামী-সহ পরিবারের লোকেরা। আরও অভিযোগ, ওই পঞ্চায়েত সদস্যা ছাত্রীকে মারার জন্য ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে ওই পঞ্চায়েত সদস্যা মুর্শিদা খাতুন বিবি ও তার স্বামী পিন্টু খন্দকার। তাঁদের দাবি, তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওকড়াবাড়ি হাইস্কুলের ছাত্রী। সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে গিতালদহ হাইস্কুলে। ওই ছাত্রী নিজের বাড়িতে বসে পড়াশোনা করছিল। তাদের পাশেই বাড়ি মুর্শিদা খাতুন বিবির। তাঁদের বাড়িতে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে উচ্চস্বরে মাইক বাজানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। ওই বাড়িতে গিয়ে ওই ছাত্রী মাইক বাজানো বন্ধের কথা বলে। তখন উভয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, তখনই মুর্শিদা ও তার স্বামী এবং পরিবারের লোকজন পরীক্ষার্থীর উপরে চড়াও হয়, তাকে মারধর করে। এতে গুরুতর আহত হয় ওই ছাত্রী। তাকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন ছাত্রীর পরিবারের লোক। অভিযুক্ত মুর্শিদা খাতুন বিবি বলে, "পুরোটাই মিথ্যে অভিযোগ। আমার বাড়িতে মাইক বাজানো হয়নি।" মুর্শিদার স্বামী পিন্টু খন্দকারের কথায়, "আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।"

নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানে মেতে উঠল কোচবিহার। কোথাও গান, কোথাও নাটক, কোথাও অঙ্কন, কোথাও একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব নিয়ে হল আলোচনা। ২১ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার কোচবিহার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। কোচবিহারে ল্যান্সডাউন হলে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভাষার উপরে সেখানে আলোচনা করেন বিশিষ্টজনেরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, পুলিশের ডিএসপি চন্দন দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের কোচবিহার জেলা আধিকারিক অঙ্গীরা দত্ত। এছাড়াও একাধিক সংগঠনের উদ্যোগেও নানা জায়গায় মাতৃভাষা দিবসের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানগুলিতে হাজির হয়েছে খুদেরা। কোচবিহার শহরে সাহিত্য সভার পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ রায়। মাতৃভাষা দিবসকে স্মরণ করে সেখানে ছবি আঁকায় অংশ নিয়েছেন শহরের চিত্রশিল্পীরা। সমকালীন শিল্পগোষ্ঠী আয়োজিত চিত্র কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার রাজবাড়ি উদ্যানে। ওইদিন সেখানে কোচবিহারের শিল্পীরা সারাদিনব্যাপী ভাষা শহীদদের স্মৃতিতে ছবি আঁকলেন অনেকেই। এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী ইভানা কুণ্ডু, ভাস্কর বিশ্বজয় কুণ্ডু, শুভঙ্কর সরকার। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মাতৃভাষাকে

রক্ষার জন্য রাজপথে আন্দোলনে নামেন। সেই সময় পাকিস্তানি সরকারি বাহিনীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন সালাম-বরকত-রফিক-শফিক-জব্বাররা। পরে জাতিসংঘের স্বীকৃতির ফলে একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে সারা বিশ্বে। ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে পৃথিবীর ১৮৮ টি দেশে এ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন শুরু হয়।

কড়া নিরাপত্তা হুজুর সাহেবের মেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: হুজুর সাহেবের মেলা ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হল কোচবিহারের হলদিবাড়ি। ১৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার হলদিবাড়িতে ৮১ তম হুজুর সাহেবের মেলার উদ্বোধন হয়। মেলার উদ্বোধন করেন কমিটির সভাপতি গদিনশিন পির সৈয়দ খন্দকার নুরুল হক ওরফে রুমি হুজুর। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির দুই সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান, দিদারুল আলম সরকার। পরে সেখানে যান কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির জনপ্রতিনিধি অভিজিৎ দে ভৌমিক, স্থানীয় বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারী, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, অর্ঘ্যরায় প্রধান। মেলায় গিয়েছিলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলার নিরাপত্তা নিয়ে আগাম বৈঠক হয়। সে মতোই ৫৬ টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি। এছাড়াও মেলায় নজরদারি রেখেছে এসডিপিও, ডিএসপি পদের ৭ জন, ইনস্পেকটর পদমর্যাদার ১৫ জন পুলিশ আধিকারিক। পাশাপাশি ১১০ জন সাব-ইনস্পেকটর, ৭০ জন লেডি কনস্টেবল এবং ৩০০ সিভিক ভলান্টিয়ার মেলা চত্বরে মোতায়েন ছিল। সেইসঙ্গে ছিল পর্যাপ্ত সাদা পোশাকের পুলিশ, বম্ব স্কোয়াড, ডগ স্কোয়াড, RAF, কমব্যাট ফোর্সও। হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলায় প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দোকানদাররা তাঁদের পসরা সাজিয়েছেন মেলা প্রাঙ্গণে। দু'দিন ধরে মেলা চলেছে।

বিধানসভায় আলাদা রাজ্যের দাবি বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গকে নিয়ে বিধানসভায় পৃথক রাজ্যের দাবি তুললেন বিজেপির শিলিগুড়ি লাগোয়া ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষ দিনের পর দিন বঞ্চিত। অনেকে খাবার জলটুকু পর্যন্ত পান না। বছরের পর বছর উত্তরবঙ্গের মানুষ বঞ্চিত। মানুষের দাবি হয় উন্নয়ন করুন না হয় আমাদের আলাদা থাকতে দিন।' পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, 'অনেকে ভাবতে পারেন আমি বা আমরা রাজ্যভাগের কথা বলছি। কিন্তু এটা আমার একার কথা না, উত্তরবঙ্গের মানুষের কথা। তাঁরা

চান আলাদা হোক উত্তরবঙ্গ। কারণ তাঁরা দিনের পর দিন বঞ্চিত। সে কারণেই উত্তরবঙ্গের মানুষের বিধায়ক হিসেবে আমি বিধানসভায় তাঁদের দাবির কথা তুলে ধরলাম।'

টোটো দুর্ঘটনায় জখম চার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুটি টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হয়েছে চার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ১৯ ফেব্রুয়ারি বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের পাটছড়ায়। চারজনকে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে দু'জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। দু'জনের চোট গুরুতর থাকায় তাঁদের কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পরীক্ষার্থীদের বাড়ি পাটছড়ায়। সেখানেই একটি হাইস্কুলে পড়াশোনা করে তারা। তাদের পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে সাহেবেরহাট হাইস্কুলে। সাহেবেরহাট থেকে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল তারা। সে সময় দুর্ঘটনা ঘটে। তার বাইরে এদিন আরও দু'জন পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়েছে। তাঁদেরও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন মাথাভাঙ্গা ফুলবাড়ির, অপরজন কোচবিহার শহরের নিউটাউন স্কুলের ছাত্রী। এর আগে অসুস্থতার কারণে হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে। বাকিদেরও হাসপাতাল থেকেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কোচবিহারের আহবায়ক সঞ্জয় সরকার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

লটারির টাকায় কারখানা তৈরি করতে চান পরিযায়ী বিষ্ণু

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: লটারির টিকিট কেটে কোটিপতি হলেন এক পরিযায়ী শ্রমিক। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা ২ নং ব্লকের সাহেবগঞ্জ এলাকায়। ওই ঘোষণা হওয়ার পর পরিবারের লোকজন সাহেবগঞ্জ থানায় গিয়ে যোগাযোগ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে রাতে ৬০ টাকা দিয়ে লটারির টিকিট কাটেন পরিযায়ী শ্রমিক বিষ্ণু বর্মন। পরে রাত্রি সাড়ে আটটায় খেলা হয়। সেই লটারি টিকিট নিয়ে নিজের মোবাইল দিয়ে অনলাইনে ফলাফল দেখেন বিষ্ণু বর্মণ। তারপর দেখেন যে তার কেনা টিকিটে প্রথম পুরস্কার এক কোটি টাকা মিলেছে। সেই সময় তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরে। পরিবারের লোকজনকে বিষয়টি জানান। পরে থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১ কোটি টাকা পাওয়ার পর বিষ্ণু বর্মণ জানান, দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্যে কাজ করেন তিনি। কিছুদিন আগে বাড়িতে এসেছেন। তারপর বাড়িতে এসে নিজের এলাকায় একটি দোকান খোলার চেষ্টা করেন। সেই কাজের জন্য কিছু টেবিল প্রয়োজন ছিল। সেগুলো বানাতে দেওয়ার পর পাঁচশো টাকা দিয়ে সাহেবগঞ্জ বাজারের এসে ৬০ টাকা দিয়ে দশ সিরিজের একটি টিকিট কাটেন। পরে রাতে আনুমানিক ৮:৩০ মিনিট নাগাদ লটারির ফলাফল অনলাইন মাধ্যমে দেখতেই চমকে ওঠেন। সেখানেই প্রথম পুরস্কার ১ কোটি টাকার বিষয়টি জানতে পারেন।

লটারি বিক্রেতা পূর্ণা বিশ্বাস বলেন, "বিষ্ণুবাবু গতকাল রাত সাড়ে ৭টা নাগাদ আমার কাছে টিকিট কিনেছেন। পরে রাতে জানতে পারি ওই টিকিটে প্রথম পুরস্কার ১ কোটি টাকা খেলেছে। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে লটারি বিক্রি করি, এই প্রথম ১ কোটি টাকা পুরস্কার খেলেছে বলে জানান তিনি।" লটারির টাকায় স্থানীয় জায়গায় একটি কারখানা চালু করতে চান বিষ্ণু।

টোটো হল ভিন্টেজ গাড়ি, আটক করলো পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: টোটোকে মডেল পরিবর্তন করে তৈরি করা হলো একটি ভিন্টেজ গাড়ি। ১৮ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি শহরে ট্রাফিক পুলিশের নজরে আসতেই তাকে আটক করে সোজা ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে, ময়নাগুড়ির এক ব্যক্তি এই বিশেষ রূপান্তরিত গাড়িটি নিয়ে শহরের মধ্যে চলাচল করছিলেন। সেই সময় গাড়িটি লক্ষ্য করেন ময়নাগুড়ি থানার ট্রাফিক পুলিশ। পুলিশ গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি জানান যে, এই গাড়িটি একটি টোটোর আকার পরিবর্তন করে পুরনো দিনের বিলাসবহুল গাড়ির নকল তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে, বিয়ে বাড়িতে ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই গাড়ি তৈরি করা হয়েছে। পরে পুলিশ গাড়িটি আটক করে ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে আসে।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, গাড়িটি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে এবং পরিবহণ দপ্তরকে এই বিষয়ে জানানো হবে। যদি পরিবহণ দপ্তর থেকে কোনো আইনি জটিলতা উঠে আসে, তবে গাড়ির মালিককে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে, এই ঘটনায় গাড়ির চালক এখনও পাওয়া যায়নি, এবং পুলিশ চালকের খোঁজ করছে। সূত্রে জানা যায়, গাড়িটি মূলত বিয়ে বাড়ি এবং রিসোর্টে ভাড়া দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

মদ বিক্রি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার দাবি মহিলা সংগঠনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করার দাবিতে আন্দোলনে নামল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও এবং অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। ১৮ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা আবগারি দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন কর্মসূচি করেন যুব ও মহিলা সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও এবং অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। তাদের অভিযোগ, সম্প্রতি রাজ্য বাজেটে সরকার রাজস্ব আদায় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মদ বিক্রি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা নমিতা বর্মন বলেন, "ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন এবং পারিবারিক অশান্তির মূলে রয়েছে মদের প্রসার। বিহার সরকার ইতিমধ্যেই মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাই পশ্চিমবঙ্গেও মদ বিক্রি বাড়ানো নয় পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে হবে।" যুব সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও'র কোচবিহার জেলা সম্পাদক সুমন পন্ডিত বলেন, "রাজ্য বাজেটে সরকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর জন্য মদ বিক্রির উপর জোর দিয়েছেন যা অত্যন্ত অন্যায়।" অবিলম্বে রাজ্য সরকার এই সর্বনাশা সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে আরও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন ।

তৃণমূলে যোগদান বিজেপির মাইনোরিটি সেলের সদস্য-নেতাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের বিজেপিতে ভাঙ্গন দেখা দিল কোচবিহারে। ১৯ ফেব্রুয়ারি বুধবার কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল যোগ দিলেন বিজেপির মাইনোরিটি সেলের জেলা সম্পাদক জিয়ারুল হক, ১১ নম্বর মন্ডল সম্পাদক মোস্তফা কামাল সহ ২০ জন বিজেপি কর্মী ও তাঁদের পরিবার। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন অভিজিৎ। ওই বাসিন্দাদের বাড়ি কোচবিহার উত্তর বিধানসভার পুন্ডিবাড়ি, পাতলাখাওয়া, টাকাগাছে। ওই কর্মীরা দাবি করেন, বিজেপির 'মাইনোরিটি সেল' সংখ্যালঘু মানুষকে বোকা বানানোর জন্য একটি সংগঠন। জেলার সংখ্যালঘু সেল বা মাইনোরিটির সেলের নেতৃত্বদের বিজেপি নেতারা কোনও সম্মান করেন না। মিটিং মিছিলেও তাদের ডাকা হয় না। শুধুমাত্র সংখ্যালঘু মানুষদের ভোটের জন্য তারা ব্যবহার করে আসছেন বিজেপি। সেই কারণে তারা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন।

জিয়ারুল হক বলেন, "আমি বিজেপিতে যোগদান করার পর বিজেপির মাইনোরিটি সেলের জেলা সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হই। তারপর ২০২১ বিধানসভা ভোটে কোচবিহার উত্তর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের হয়ে লড়াই করি। কিন্তু তারপরেও আমাদের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। জেলা বিজেপির বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হলেও আমাকে ডাকা হয় না। ওই সংগঠন সংখ্যালঘুদের ভোট নেওয়ার জন্য তারা বানিয়েছে। ভোট নেওয়া শেষ হলে তারা আর সংখ্যালঘুদের গুরুত্ব দেন না।" তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক "কোচবিহার উত্তর বিধানসভার কেন্দ্রের পুন্ডিবাড়ি, পাতলাখাওয়া, টাকাগাছ অঞ্চলের বেশ কয়েকজন বিজেপির মাইনোরিটি সেলের নেতা ও সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। যেহেতু তারা নেতৃত্ব আগামীদিনে তারা আরও অনেককে যোগদান করাবেন। এখনও বেশ কিছু মাইনোরিটি বা সংখ্যালঘু মানুষ বিজেপির সাথে যুক্ত আছেন। যে কোন কারণে

আমাদের উপর রাগ করে হোক, স্থানীয় নেতার উপর রাগ করে হোক তারা বিজেপিতে যোগদান করেছে। কিন্তু বিজেপির যে রূপ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে আমার মনে হয় সংখ্যালঘু মানুষরা বিজেপির সাথে থাকার কোন জায়গা নেই। যতটুকু বিজেপির সঙ্গে ছিল তারা ধীরে ধীরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। তাদের আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে স্বাগত জানাই।"

অভিজিতের দাবি, বিজেপির মাইনোরিটি সেলের নেতৃত্বরা যেভাবে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে তাতে কোচবিহার উত্তর বিধানসভা নির্বাচনে কিছুটা হলেও তৃণমূলের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। তিনি বলেন, "এবার যেমন করে হোক কোচবিহার উত্তর বিধানসভা জয়লাভ করে দিদির হাতে তুলে দিতে হবে।"

মন্ডল কমিটি ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অর্ধেকের বেশি মন্ডল কমিটির সভাপতির নাম ঘোষণা করল বিজেপি। সম্প্রতি বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় তাঁর ফেসবুক পেজে ওই তালিকা প্রকাশ করেন। বিজেপির বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও ওই তালিকা প্রকাশ করা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির কোচবিহার সাংগঠনিক জেলায় ৪৩ টি মন্ডল রয়েছে। তার মধ্যে ২৫ টি মন্ডলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে বাকি ১৮ টি মন্ডলের নাম ঘোষণা করতে পারেনি বিজেপি। দলীয় সূত্রে খবর, কিছু ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং সেই সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে বিজেপির নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাকি মন্ডলগুলির সভাপতি ঘোষণার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় অবশ্য বলেন, “অল্প সময়ের মধ্যে বাকি মন্ডলগুলির সভাপতি ঘোষণা করা হবে। কোথাও বড় কোনও সমস্যা নেই।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে যে কোনও মুহূর্তে দলের জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা হতে পারে। নিয়ম অনুযায়ী অর্ধেকের বেশি মন্ডল ঘোষণা হলেই জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা করা যায়। এই অবস্থায় কাকে সভাপতি করা হবে তা নিয়ে দলের মধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে। একটি অংশের দাবি, বর্তমান সভাপতি সুকুমার রায়কে এবারেও সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলাতে দেওয়া হবে। আরেকটি অংশ অবশ্য বলছে, এবারে জেলা সভাপতি বদল করা হবে। সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হবে অন্য কাউকে। তা নিয়ে অবশ্য এই মুহূর্তেই কেউ কিছু বলতে চাননি। সব মিলিয়ে একজন সভাপতি সর্বাধিক ছয় বছরে দু’বার জেলা সভাপতির দায়িত্ব পেতে পারেন। বিজেপির বর্তমান সভাপতি সুকুমার দু’বার সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর ছয় বছর হয়নি। এখন পর্যন্ত তিনি চার বছর জেলা সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে দল চাইলে তাঁকে আরও একবার সভাপতি করা যেতে পারে দলের একটি অংশ দাবি করছে। দলের অপর অংশ অবশ্য বলছে, যেহেতু সুকুমার দু’বার সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন, তাই এবারে নতুন কাউকে আনা হবে। বিশেষ করে গত পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহারে দলের ফল ভালো হয়নি। দলের সংগঠনও অনেকটা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

তোর্সা বাঁধ দখলমুক্ত করতে নোটিশ সেচ দফতরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তোর্সা বাঁধের ধারে বসবাসকারী বাসিন্দাদের উচ্ছেদের নোটিশ দিল কোচবিহার জেলা সেচ দফতর। বাঁধের ধারে থাকা সমস্ত বাসিন্দাদের নোটিশ দিয়ে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেচ দফতর জানিয়েছে, বাঁধের সুরক্ষার কথা ভেবেই ওই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাঁধ দখল করে বেশ কিছু দোকানপাট তৈরি হয়েছে। তাতে বাঁধের রাস্তায় চলাচলে অসুবিধে তৈরি হচ্ছে। দীর্ঘসময় ধরে কোচবিহার তোর্সা নদীর বাঁধের আশেপাশ দখল করে জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু করে। কোচবিহারের শহর ঘেঁষেই তোর্সা নদীর বাঁধ। স্বাভাবিকভাবেই শহরের সুযোগ-সুবিধে নিতেই অনেকেই সেখানে বাড়ি তৈরি করেন। রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার কয়েক বছরের মধ্যে বাঁধের রাস্তা পাকা করে গাড়ি চলাচলের জন্য বিকল্প রাস্তা তৈরি করা যায়। সেই সময় থেকে বাঁধের রাস্তায় প্রচুর দোকান বসে যায়। বাসিন্দাদের কয়েকজন বলেন, “আমরা বহু বছর ধরে এখানে বসবাস করছি। সামান্য কিছু কাজ করে সংসার চালাই। আমাদের কোনও জমি নেই। দিন কয়েক আগে নোটিশ পেয়েছি। কি করব বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। এর পরে যাব কোথায়?” বাঁধের বাসিন্দারা কোচবিহার নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি তৈরি করে আন্দোলন শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পূর্ণ চন্দ্র মন্ডল বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী জমির পাট্টা দিয়ে বা জমি দিয়ে মানুষদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। সেখানে এভাবে এত মানুষকে উচ্ছেদ করা ঠিক নয়। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আবেদন করব। আশা করি আমাদের কথা ভেবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

শহরকে জঞ্জাল মুক্ত রাখতে গলায় মাইক ঝুলিয়ে প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: শহর জঞ্জাল মুক্ত রাখতে গলায় মাইক ঝুলিয়ে প্রচার চালালেন ইংরেজবাজার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা। প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত আবর্জনা ফেলার গাড়ি ঘুরবে ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায়। পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা দুটি জায়গায় মজুত করে জঞ্জাল ফেলার গাড়িতে ঘরের আবর্জনা ফেলার আবেদন জানাতে মাইক নিয়ে পথে নামেন ভাইস চেয়ারম্যান। জঞ্জাল মুক্ত রাখার অভিযানে পথে নামেন নির্মল সাথীরা। ভাইস চেয়ারম্যান জানান, শহর জঞ্জাল মুক্ত রাখতে সতর্কীকরণের অভিযান শুরু হয়েছে পৌরসভার পক্ষ থেকে। দুই নাম্বার ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয় প্রচার। আগামী তিন মাসের মধ্যে যত্রতত্র জঞ্জাল ফেলা বন্ধ হবে। নির্দিষ্ট গাড়িতেই ফেলতে হবে জঞ্জাল। প্রতিটি ওয়ার্ডে দুই ঘন্টা ঘুরবে জঞ্জাল খেলার গাড়ি।

ধর্মঘট জীবন বীমার কর্মীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সারা ভারত বীমা কর্মচারী সমিতির ডাকে ২০ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার জীবন বীমার কর্মীরা কর্মচারীরা এক ঘন্টার ওয়াকআউট ধর্মঘট পালন করল। এদিন দুপুর ১২.৩০ মিনিট থেকে বেলা ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত দেশব্যাপী এক ঘণ্টার ওয়াকআউট ধর্মঘটে সামিল হয়েছে তারা। এলআইসি এর উন্নত পরিষেবা অব্যাহত রাখা ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের দাবি, সারা ভারত বীমা কর্মচারী সমিতির আইনী স্বীকৃতির দাবিতে এই ধর্মঘট। এলআইসি কর্মচারীর ধর্মঘটের সময় অফিস গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

হুজুর সাহেবের মেলা থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। ১৮ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে শীতলকুচি থানার গোসাইহাট এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, একটি বাঁশ বোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে বাইকে থাকা এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় জখম হয়েছে একজন। তাদেরকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ব্যক্তির নাম রফিকুল মিয়া (৩২), আহত ব্যক্তির নাম আশরাফুল মিঁয়া। তাদের বাড়ি শীতলকুচির ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চারহাট এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ।

দুষ্কৃতী হামলা, আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দীর্ঘদিন ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবসায়ীদের উপর দুষ্কৃতীদের হামলার অভিযোগে কোতোয়ালি থানায় স্মারকলিপি দিল কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। সম্প্রতি কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সূরজ ঘোষ, রাকেশ চৌধুরীর নেতৃত্বে কোচবিহার কোতোয়ালি গিয়ে পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। ব্যবসায়ীদের নিরাপদে বাড়ি ফেরা সুনিশ্চিত করা, ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র সুরক্ষিত রাখা সহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, কোচবিহার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যবসায়ীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেই চলেছে। কিন্তু যারা প্রকৃতপক্ষ দুষ্কৃতী তাদের কোনভাবে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারছে না বা কোন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। তাই ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত রয়েছে। সেই কারণে তারা রাতের বেলা দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরতে ভয় পাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের উপর যাতে কোন প্রকার হামলা না হয়, ব্যবসায়ীরা যাতে সুস্থ স্বাভাবিক দোকান করে বা ব্যবসা করে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারে তার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

খুশি ক্রীড়াপ্রেমীরা

সংহতি ময়দানে এবারে তৈরি হবে গ্যালারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে গ্যালারি পাবে দিনহাটাও। ক্রীড়া জগতে দিনহাটার নাম রয়েছে বরাবর। কিন্তু দিনহাটায় কোনও ভালো স্টেডিয়াম নেই। খেলাধূলার জন্য শহরে রয়েছে একটি মাত্র মাঠ সংহতি ময়দান। দীর্ঘদিন ধরে সেই মাঠে একটি গ্যালারি তৈরির দাবি রয়েছে ক্রীড়াপ্রেমীদের। দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ এখন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। এবারে দিন কয়েক আগে দিনহাটা সংহতি ময়দানে নতুন গ্যালারির নির্মাণের কাজের আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে ওই নতুন গ্যালারির নির্মাণের কাজের সূচনা হয়। এদিন সেখানে মন্ত্রী উদয়ন গুহ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা নন্দী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী, বিভিন্ন ওয়ার্ডে কাউন্সিলার, ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনহাটা সংহতি ময়দানে ১২০০ আসন বিশিষ্ট একটি আধুনিক মানের গ্যালারি তৈরি করা হবে। যা তৈরি করতে আনুমানিক খরচ হবে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। খেলার পাশাপাশি ওই মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিও আয়োজন করা হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ওই গ্যালারি তৈরি করছে। মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, “নতুন গ্যালারি তৈরির ফলে খেলোয়াড় ও দর্শকদের জন্য আরও ভালো পরিকাঠামো তৈরি হবে। রাজ্য সরকার ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নে বরাবরই গুরুত্ব দিচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।”

স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। বেশ কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, “সংহতি ময়দান থাকলেও সেখানে ভালো পরিকাঠামো না থাকায় অনেক সমস্যা হত। নতুন গ্যালারির ফলে সেই সমস্যা আর থাকবে না।”

মিড ডে মিলে পাতে পড়ল চিকেন, দই, মিষ্টি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মিড ডে মিলে পড়ুয়াদের পাতে পড়ল চিকেন, দই, মিষ্টি। দিন কয়েক আগে কোচবিহারের তুফানগঞ্জের বক্সীরহাটের মহিষকুচি নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমনই আয়োজন করা হয়। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, মেনু তালিকায় ছিল ভাত, ডাল, সবজি, চিকেন কষা, চাটনি, দই, মিষ্টি। ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য তিথি ভোজনে এমনই এলাহি আয়োজন করলেন তুফানগঞ্জ- ২ ব্লকের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষকুচি নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সহ স্কুলের সহ-শিক্ষকরা। এদিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন হয় স্কুলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সহ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মজিবুর রহমান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আজ স্কুলে তিথিভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল সকল শিক্ষকরা মিলে। পড়ুয়াদের খাওয়াতে পেরে প্রত্যেকেই খুশি।

নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বৈঠকে তফসিলি সেল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সংগঠন সাজাতে শুরু করেছে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা তফসিলি ও ওবিসি সেল। সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, এজন্য আগামী রবিবার সংগঠনের বৈঠক ডাকা হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার দুপুর ১ টায় কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে তপশিলি এবং ওবিসি সেলের জেলা কমিটি এবং ব্লক সভাপতিদের নিয়ে ওই বৈঠক হবে। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট সমস্ত নেতৃত্বদের সঠিক সময়ে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন সেলের কোচবিহার সভাপতি পরেশ বর্মণ।

সম্পাদকীয়

সামাজিক অবক্ষয়

দিনে দিনে যেন সামাজিক অবক্ষয় বেড়ে চলেছে। না হলে যে হাসপাতালকে মন্দির রূপে পুজো করা উচিত, সেখানেই না কি বসছে মদের আসর! যা শুনলেও শরীর রি রি করে ওঠে। আর সামাজিক অবক্ষয় বলেও তো সব ছেড়ে দেওয়া যায় না। যারা প্রশাসনিক ভূমিকায় রয়েছেন, যাদের নজরদারি চালানোর কথা তাঁদের ভূমিকা নিয়েও তো প্রশ্ন আসবে। আর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর অভিযুক্তকে সাময়িক বরখাস্ত করে দিলেও কাজ শেষ হয় না। হ্যাঁ এমন অভিযোগের ক্ষেত্রে কঠোর মনোভাব অবশ্যই নিতে হবে। সেই সঙ্গেই নজর রাখতে হবে চারদিকে। যাতে হাসপাতালে কোথাও পান থেকে চুন খসলে খবর চলে যায় প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। লক্ষ লক্ষ মানুষ ওই হাসপাতালের উপরে নির্ভরশীল। সেই হাসপাতালে মাতৃমা বিভাগে মদের আসর বসানো ছোট কথা নয়। বিশেষ করে একজন নিরাপত্তা রক্ষীর বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ উঠেছে। সেক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগের ক্ষেত্রেও সতর্কতা প্রয়োজন।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

শিক্ষিকার চোখে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপযোগিতা

..... সোমালি বোস

অজানাকে জানা ও অচেনাকে চেনার আগ্রহ মানুষ্য জীবনের এক অতি পরিচিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই মানুষ "চরৈবেতি চরৈবেতি" (অনবরত চলা) ধর্ম পালন করে আসছে। আদিম যুগে মানুষ খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করেছিল আর এখন রোজ নামচা থেকে বেড়িয়ে আসতে আমরা চাই, সীমানা ছাড়িয়ে চলো না হারিয়ে মন যেদিকে চায়।

ভ্রমণ শুধুমাত্র অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে বা অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দিতে সহায়তা করে না, শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করতেও এর ভূমিকা অসীম। কুসংস্কার রূপ অন্ধকার থেকে আলোর জগতে প্রবেশে এবং অজ্ঞতাকে হারিয়ে জ্ঞানের সন্ধানে ভ্রমণ সবচেয়ে উপযোগী। সীমাবদ্ধ একঘেয়েমি জীবনযাত্রায় যখন মনে বিরক্তি আসে তখন মন প্রাণ শরীর পাখির মতো ডানা মেলে উড়তে চায়, ঠিক সেই সময় যেন আমরা নজরুল কবির মতো বলে উঠি,

"থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখবো এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।"

নিত্য ছকে বাঁধা গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্তে ভ্রমণ এনে দেয় মুক্তির স্বাদ। অজানার রুদ্ধ দুয়ার উন্মোচনে মনে আসে উল্লাস । নতুন জীবনী শক্তি লাভ হয় বিপুলা পৃথিবীর অবাক করা সৃষ্টি দর্শনে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই তো এত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করেও ছিলেন অতৃপ্ত আর তাই কবি বলেছিলেন:

"বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী-
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি
সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না
অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।"

এবারে আসি ভ্রমণের সাথে শিক্ষার সম্পর্কে, আমার মতে ভ্রমণ ও শিক্ষা যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন, পত্র-পত্রিকা বা নানা জ্ঞানমূলক বক্তৃতা যা শিক্ষাদান করতে পারে তদাপেক্ষ ভ্রমণ যেন বেশি বই কম নয়। একটি স্থানের প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, আঞ্চলিক বা ধার্মিক সৌন্দর্য বা গুরুত্ব বা রীতিনীতি বই পড়ে বা শুনে যত না জ্ঞানার্জন সম্ভব, ওই স্থানটি ভ্রমণের মাধ্যমে পূর্ণ জ্ঞান আহৃত করা যায় অতি সহজেই।

এই কারণেই পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ভ্রমণ আবশ্যিক। দেশভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া , ভৌগোলিক অবস্থান, কৃষিকাজ, নদ-নদীর গতিমুখ বা পশু-পাখি ইত্যাদি শুধু জানতে পারি না তার সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা ওই স্থানের জীবনযাত্রা, শিক্ষা-দীক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, জীবিকা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে। যা প্রকৃতই বিমূর্ত থেকে মূর্তভাবে ধরা দেবে। একই সাথে ওই স্থানের সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির তুলনামূলক মূল্যায়ণে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের দোষ ত্রুটি বর্জন করে ভালো দিকটি গ্রহণ করতে পারবে। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণে একজন শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্বপ্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। একজন শিক্ষার্থীর শখ, ভবিষ্যতের পেশা এবং আত্ম প্রতিভামূলক দিক নির্দেশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমি মনেকরি শিক্ষার্থী একটি যথাযথ ভ্রমণে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাঙ্গণের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে শেখাতে পারে না। প্রবোধকুমার সান্যাল যথার্থই বলেছিলেন,

"ভ্রমণ হলো সেই নতুন জলের জোয়ার,
যেটা বদ্ধ জলায় ঢুকে জলকে নির্মল করে,
চলতি জীবনের মধ্যেই এক প্রকার নবীনতা
আনে। ভ্রমণের সেটি মস্ত সার্থকতা।"

ভ্রমণ মানুষের মনকে প্রসারিত করে, ক্ষুদ্র ও খন্ড দৃষ্টির পরিবর্তে বিশ্ব মানবতার সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দেয়। ভ্রমণ শুধু মনের আনন্দ, নয়নের তৃপ্তি ব্যক্তিজীবনের পুষ্টি নয়, জাতির মঙ্গল সাধনেও রয়েছে এর সার্থকতা।

পরিশেষে বলবো, ইউরোপ, আমেরিকার ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ভ্রমণ যেমন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তেমনি আমাদের দেশেও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে নানান ভ্রমণমূলক উদ্যোগ নিয়ে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে তবেই শিক্ষা পাবে পূর্ণতা।

প্রবন্ধ

ভাওয়াইয়া গানের একনিষ্ঠ সাধক গঙ্গাচরণ বিশ্বাস

...প্রসন্ন কুমার বর্মন

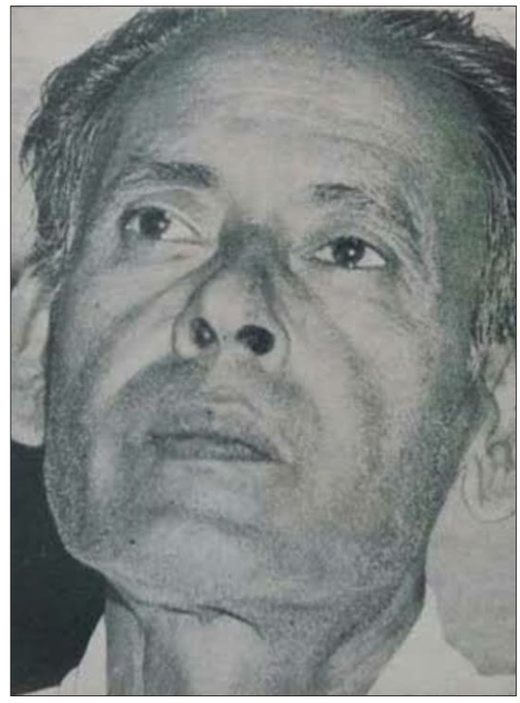

হ্যাঁ মনে পড়ছে বটে, সালটা তখন ১৯৮০। আমি অধম সবে প্রাচীন কামতাপুরের কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির চত্তরের স্মৃতিবিজড়িত গোসানিমারী উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে হাটি হাটি পা পা । বোঝা না বোঝার দোলাচলে একেবারেই "বাপোই চ্যাঙ্গেরা রে"। বয়সটা ছোট্ট হতে পারে, কিন্তু মাছুয়া হিসেবে সেই বাল্যকালেই ঠাকুরদা, ঠাকুমা ও বাবা-মার কাছে নামডাকটা কম ছিল না যেন। একদিন গদগদ হয়ে ঠাকুদ্দা তার এক পাড়াতুতো শালা অধমের "অবোধ ঠাকুরদা"কে বলে বসল, জানিস অবোধ, হামার পোষনটা(পুষ্নার দিনে পিঠে ভাজতে ভাজতে ধরাধামে আগমণ) এইকনা হইলে কি হইবে ? ইমায় কামের নেটু , ইয়ার মাছ মারার আইট দেইখলে তুই ঠস খাবু । এই পুষ মাসিয়া জারোত হামার চ্যাংড়াটা বেলা ডুবতে ডুবতে চটকা জাল ধরি যায় হোলা বাড়ির দোলা, আর খলাই ভত্তি না হইলে কালে বাড়ি আসির চায় না রে ভাই । আর ভুতের ভয়তে গালা ছাড়ি দিয়া গান গাইতে গাইতে বাড়ি আইসে । হামার পোষনটার মুখোত শুনবু খালি ঐ নিগমনগরের গঙ্গাচরণ বিশ্বাস আর নগেন শীলের ভাওয়াইয়া গান ।

হ্যাঁ, তা গল্প হলেও সত্যি বটেক । সেই কাচা চ্যাংড়া বয়সে মাছ ধরায় পাকা হইলেও ভুতের গল্পের নানান চরিত্রের ভুতের মুলো মুখো দাতখাসরা চেহারাটা সামনে ভেসে উঠত খলাই ভত্তি করে জ্যোৎস্না রাতে নিধুয়া পাথারের এলোপথ ধরে ঘরে ফেরার পথে । আর তখনই কানে ভেসে আসত অনতিদূরের কোনো পুষনা খাওয়াইয়ারঘরের (পিকনিক) কলের গান - "বাপোই রে বাপোই, তুই কুত্তি কুত্তি বেরাইস, তোক কি ডাকে থাকা নাগে ?, আরও "ওহো রসের বিয়ানী, ছাওয়াটাক থুইয়া যাও, কায় আন্দিবে মজার প্যাক্কানী ।"

আরও ফির, " ঘটক শালার কথা ধরিয়া, আগ পাছ না ভাবিয়া, মনের হাউসে কল্লুং বিয়াও কইঞা না দেখিয়া....হা..." "ডুগ ডুগ ডুগ কোড়া কান্দে জলে, কুহু, আরে কুহু করিয়া কুকিল কান্দে ডালে রে.... ।"

আরো কত যে গান ছিল এই গানপাগল গিদালী মানুষটার ! সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তদানীন্তন কালের নানা জীবন্ত আর্থ - সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি একে একে উঠে আসতে থাকে দিনহাটার নিগমনগরের অতি সাধারণ ও মাটির কৃষ্টি, সংস্কৃতি-প্রেমী প্রথিতযশা ভাওয়াইয়া শিল্পী গঙ্গাচরণ বিশ্বাসের হাতের লিখনীতে, গানের কথায়, সুরে ও মুক্তকণ্ঠে। সেসব মাটির টানে, মাটির কথায়, মাটির গানে, মাটির সুরের মুর্ছনায় হাতে খড়ি নিজস্ব ঢঙ্গে ও বিশ্বাসী ঘরানায় স্বাধীনতার অনেক আগে সেই রাজ আমল থেকই । যাদের গানের কথায় ও মোহময়ী সুরে আকৃষ্ট হয়ে সেদিনের চ্যাংড়া বয়সের ফাটা বাঁশের গলায় "গাই ভালোবাসি তাই" ও "চান ঘরে গান" মার্কা মুক্তকণ্ঠের খালি গলার গায়কী ঢংয়েরও সূত্রপাত হল একেবারেই অজান্তে, তাঁদেরই একজন হলেন আমার এক মনের মানুষ গঙ্গাচরণ বিশ্বাস যিনি ছিলেন ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক, পৃষ্ঠপোষক, গীতিকার, সুরকার ও কলাকার ।

আজ বহুদিন পর মিডডে মিলের হিল্লী-দিল্লী-কলকাতা-দার্জিলিং-কোচবিহারের যাত্রাপথের হৈ হৈ কান্ডের রৈ রৈ ব্যাপারে দিকভ্রষ্ট ও হতচকিত হয়ে সেই চৌধুরীদের বিয়েবাড়ির হাকাহাকি, ডাকাডাকির মতনই কাছের মানুষদের কাছে পেয়ে দিনভর "এটা হয়নি কেন? ওটা কখন হবে ? সব্বনাশ ! এখনো কার্ডই আসেনি ? হায় হায় রে ! কি ব্যাপার স্কুলটা কি মস্তানী মারার জায়গা ? কতবড় মস্তান হয়েছ? ইত্যাদি ইত্যাদি" এসব ডামাডোলের তাৎক্ষণিক ইতি টেনে রাত ৮টা নাগাদ ঘরে ফিরে নেতিয়ে পড়া অতিশয় ক্লান্ত দুর্ভাগ্যের ওপর সবটা সপে দিয়ে "ধ্যেৎ তেরিকো" আদলে বিরক্তির অভিব্যক্তি প্রকাশে বিরবির করে অর্ধাঙ্গিনীরে অর্ধেক হতাশাব্যঞ্জক ডায়লোগ দিয়ে "কি হয় হবে গা, দেখা যাবে তা" গোছের ওভার কনফিডেন্সের ঘারে হেলান দিয়ে মুঠোফোনে ইলিবিলি কাটতেই সহসা ভেসে উঠল আমার "মনের মানুষ"এর মুখটা, সাথে তার গানগুলো।

*** শ্রদ্ধার্ঘ্য ও কুর্নিশ জানাই আমার মনের মানুষকে ।**

*** প্রসন্ন কুমার বর্মন**
(প্রধান শিক্ষক)
শুকারুর কুঠি উচ্চ বিদ্যালয়
(উ: মা:)
দিনহাটা, কোচবিহার।

Vol: 29, Issue: 4, 21 February - 6 March, 2025 পূর্বোত্তর ৫

লোকনৃত্যের কর্মশালা শুরু হল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তিনদিনের লোকনৃত্যের কর্মশালা ও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারের উৎসব হলে। ২৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত লোকনৃত্যের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ওই লোকনৃত্যের কর্মশালা ও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ২২, ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে ওই কর্মশালার সূচনা করেন সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মণ, ডিপিএসসির চেয়ারম্যান রজত বর্মা সহ তথ্য সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিকরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত কোচবিহার জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় লোকনৃত্যের কর্মশালা ও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে উৎসব অডিটোরিয়ামে। ওই অনুষ্ঠান তিনদিন ধরে চলবে। ২২ শে ফেব্রুয়ারি মারুনি নাচ (দার্জিলিং), সিংহ নৃত্য (কালিম্পঙ), গাড়ো নৃত্য (কোচবিহার), মেচ নৃত্য (আলিপুরদুয়ার), নেপালি নৃত্য (আলিপুরদুয়ার) কর্মশালা আয়োজিত হয়। আগামীকাল ২৩ শে ফেব্রুয়ারি মুন্ডা নৃত্য (কোচবিহার), আদিবাসী নৃত্য (কোচবিহার) ও রাভা নৃত্য (কোচবিহার) কর্মশালা রয়েছে। সব শেষে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি চন্ডী নৃত্য (কোচবিহার), ভাণ্ডি নৃত্য (কোচবিহার), বৈরাতী নৃত্য (কোচবিহার), বৈরাতী নৃত্য (জলপাইগুড়ি) কর্মশালা রয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এদিন এবিষয়ে কোচবিহার জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক অঙ্গীরা দত্ত জানান, ওই কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ২২৫ জন লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

বিএসএফের পশু চিকিৎসা ক্যাম্পে চিকিৎসা পেল ১৬২ টি পশু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রামে পশু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করলো বিএসএফের ১৫ নম্বর ব্যাটালিয়ন। ২৫ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার সকাল থেকে কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি শহরের কাছে ১৫ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়ন কর্তৃক বিওপি বেরুবাড়ি-২ বুরিজোট বিএফপি স্কুলে একটি নাগরিক কর্মসূচী (ভেটেনারি মেডিকেল ক্যাম্প) আয়োজন করা হয়। গৌরাঙ্গ বাজার, বুড়িজোট, ফৌদেরপাড়া, কীর্তনিয়াপাড়া, ছাগরিয়াপাড়া এবং নতুনবস্তি গ্রামের ৭৩ জন গ্রামবাসী তাদের অসুস্থ পোষা প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য শিবিরে নিয়ে আসেন। এই শিবিরে চিকিৎসার জন্য আসা পশুদের মধ্যে ছিল ১১৭ টি গরু, ৪৫ টি ছাগল, মোট ১৬২ টি গৃহপালিত পশু। চিকিৎসকরা এগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করেন। পাশাপাশি, পশু চিকিৎসকরা গ্রামবাসীদের মৌসুমি রোগের সময় অসুস্থ পশুদের কীভাবে চিকিৎসা করতে হবে, সে সম্পর্কেও নির্দেশনা দেন।

স্ত্রীকে ভিডিও কল করে স্বামীর আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মালদার সহপুরে ঘটে গেলো মর্মান্তিক ঘটনা। স্ত্রীকে ভিডিও কল করে নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল এক যুবক। ঘটনায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তুললেন মৃত যুবকের পরিবারবর্গ। ঘটনাকে ঘিরে জোর চাঞ্চল্য ছড়াল পুরাতন মালদার সাহাপুর দুই নম্বর বিমল দাস কলোনী এলাকায়। জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম সুরজিৎ হালদার, বয়স ২৪ বছর। পেশায় ছিলেন দরজি। তার স্ত্রীর বাপের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। তাদের বিয়ে হয়েছিল গত নয় মাস আগে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে মনোমালিন্যের কারণে বিয়ের মাস তিনেকের মধ্যেই জয়তিকা তার স্বামীকে ছেড়ে নিজের বাপের বাড়ি চলে যায় বলে খবর। কিন্তু তাদের মধ্যে ফোনে যোগাযোগ ছিল। মোবাইলে কথাবার্তা বগড়াঝাটি হত। এরমধ্যেই মঙ্গলবার রাতে সুরজিৎ তার বাড়িতে নিজের ঘরে বসে তার স্ত্রীকে ভিডিও কল করে। এরপর ভিডিও কল করতে করতেই তিনি নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। ঘটনায় মৃত যুবকের পরিবারের অভিযোগ করেন সুরজিৎকে তার স্ত্রীই আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছে। সেই কারণেই সুরজিৎ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই মর্মে তারা মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

চাকরি'র দাবিতে আন্দোলন প্রাক্তন কেএলও'দের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দ্রুত নিয়োগের দাবিতে ফের কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে স্মারকলিপি দিল প্রাক্তন কেএলও ও লিঙ্কম্যানরা। দিন কয়েক আগে প্রাক্তন কেএলও ও লিঙ্কম্যান সদস্যরা কোচবিহার জেলা শাসকের দফতরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তার আগে একটি মিছিল করে সাগরদিঘি চত্বরে জেলাশাসকের দফতরে পৌঁছান। পরে সেখানে বিক্ষোভ দেখান তারা। তারপর সংগঠনের কয়েকজন প্রতিনিধি জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনার হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, গত সেপ্টেম্বর মাসে নিয়োগের জন্য ভেরিফিকেশন করা হয়। সেই ভেরিফিকেশনের আপডেট করে অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে। আন্দোলনকারীরা বলেন, "আমাদের প্রাক্তন কেএলও ও কেএলও লিঙ্কম্যান সদস্যদের চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে। না হলে আমাদের আবেদন ফেরত দিতে হবে। আমাদের পাঁচ বছর ধরে যে ভাবে ঘোরানো হচ্ছে, তার জবাব দিতে হবে জেলাশাসককে।" সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সরকারি প্রতিশ্রুতি মতো প্রাক্তন কেএলও ও কেএলও লিঙ্কম্যান সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে স্পেশাল হোম গার্ডে চাকরির দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু ভেরিফিকেশন হওয়ার পরেও আমরা এখনও পর্যন্ত কেউ চাকরি পায়নি। স্পেশাল হোম গার্ডের চাকরির দাবিতে ফের কোচবিহার জেলা শাসক দফতরে স্মারকলিপি দিয়েছে ওই সংগঠনের। আগামী দিনে দাবি মানা না হলে, বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

শেয়ালের কামড়ে জখম সাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শেয়ালের দৌরাত্ম্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কোচবিহার জেলার শীতলকুচির লালবাজার ও ছোট শালবাড়িতে। দিন কয়েক আগে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, একটি শেয়াল দুই গ্রামের সাতজনকে কামড়ে দিয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, শেয়ালটি 'পাগল' হয়েছে। শীতলকুচির লালবাজার এবং ছোট শালবাড়ির বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই শেয়াল রয়েছে। তবে দিনের বেলায় শেয়াল দেখা যায় না। রাতে শেয়াল দেখা যায়। শেয়ালের ডাকও শুনতে পান অনেকে। ওইদিন দুপুরবেলা আচমকাই একটি শেয়াল এলাকায় বেরিয়েছিল। পথচলতি বেশ কয়েকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শেয়ালটি। শেয়ালের কামড়ে বেশ কয়েকজন ক্ষতবিক্ষত হয়। বাদ যায়নি বাড়ির গবাদি পশুও। শেয়ালের হামলায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

সাইবার প্রতারণায় কোচবিহার পুলিশের বড় সফলতা, ধৃত আরও ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ডিজিটাল প্রতারণায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করল কোচবিহার পুলিশ। ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশাখাপত্তনম থেকে ওই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি, সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে ওই কথা জানান কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। ডিজিটাল প্রতারণায় ওই গ্রেফতার কোচবিহার পুলিশের বড় সফলতা বলে মনে করা হচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠক করে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, ধৃতদের নাম বারলা শেখর, সাকালা মহেশ। দু'জনের বাড়ি বিশাখাপত্তনমে। পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, সাইবার প্রতারণায় নতুন সংযোগ হয়েছে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' বলে। পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, গত ৮ জানুয়ারি তুফানগঞ্জের এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে ভিডিয়োকলে ফোন করে অভিযুক্তরা। নিজেদের সিবিআই অফিসার পরিচয় দিয়ে ওই শিক্ষককে ভয় দেখাতে শুরু করে তারা। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বলে তারা দাবি করে। সে সংক্রান্ত বেশ কিছু নথিপত্র দেখিয়ে ধৃত দাবি করে, ওই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অবৈধ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। একটানা বাহাত্তর ঘন্টা ওই শিক্ষককে ভিডিয়োকলে বসে থাকতে বলা হয়। ৯ জানুয়ারি ভয় পেয়ে অভিযুক্তের দেওয়া একাউন্টে দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেয় ওই শিক্ষক। অভিযুক্ত শিক্ষকের কাছে আরও আট লক্ষ টাকা দাবি করে। কিছুটা সন্দেহ হওয়ায় ১১ জানুয়ারি ওই শিক্ষক পুলিশের দ্বারস্থ হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে বিশাখাপত্তনম থেকে পিল্লাকে গ্রেফতার করে। তাকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি দু'জনের হদিশ পায় পুলিশ। কোচবিহরেরর পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "আরও কেউ ওই ঘটনার যুক্ত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" এরপরেই কোচবিহার পুলিশের একটি দল পৌঁছে যায় বিশাখাপত্তনম। সেখান থেকে ওই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করে পুলিশ। কোন অ্যাকাউন্টে টাকা নেওয়া হয়েছে, কত টাকা করে কমিশন ভাগ হয়েছে সমস্ত নথি পেয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানতে পারে ওই একই দিনে সাত লক্ষ টাকা ওই যুবকদের একাউন্টে ঢুকেছে। তার মধ্যে দুই লক্ষ টাকা কোচবিহারের, পাঁচ লক্ষ মহারাষ্ট্রের। গত ৩১ জানুয়ারি ওই মামলায় বিশাখাপত্তনম থেকে পিল্লা নানি নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেখান থেকেই ১৩ ফেব্রুয়ারি আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ইলেক্রামা-এর প্রয়াসে আলোকিত হতে চলেছে ভারত

কলকাতা: বর্তমানে, ভারতের বিদ্যুৎ খাত ২০৪৭ সালের ভিকসিত ভারত এবং আত্মনির্ভর ভারতের অধীনে একটি বিশ্বব্যাপী উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে আরও শক্তিশালী করে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলস্বরূপ, ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, (আইইইএমএ) গ্রেটার নয়ডার ইন্ডিয়া এক্সপো মার্টে ইলেক্রামা ২০২৫ উদ্বোধন করেছে। কোম্পানি, তার এই ১৬তম সংস্করণে ভারতের বৈদ্যুতিক ও বিদ্যুৎ প্রযুক্তির প্রদর্শন করেছে, যা বিশ্বব্যাপী অংশীদার হিসেবে ভারতের ভূমিকা তুলে ধরেছে। অনুষ্ঠানটিতে মাননীয় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী এবং গৃহায়ন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী মনোহর লাল খট্টর উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি, এখানে উপস্থিত ছিলেন অলিভার ব্লাম, ম্যাথিয়াস রেবেলিয়াস, সুনীল সিংভি, বিক্রম গান্দোত্রা এবং সিদ্ধার্থ ভুটোরিয়া -এর মতন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই উপস্থিত ব্যক্তিরা বৈদ্যুতিক ও বিদ্যুৎ খাতের ভবিষ্যৎ নিয়েও একটি আলোচনা সভাও করেন। অনুষ্ঠানে মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী এবং গৃহায়ন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী মনোহর লাল খট্টর জানান, "IEEMA-কে ELECRAMA ২০২৫ আয়োজনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, যা আমাদের দেশের ডিজিটাল রূপান্তর এবং স্থায়িত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এই উদ্যোগের ফলে ভারত শক্তি উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যা আমাদের দেশকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।" এই ১৬তম অনুষ্ঠানটিতে শক্তির সঞ্চয়, বৈদ্যুতিক গতিশীলতা, অটোমেশন এবং এআই-চালিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখানো হয়েছিল, যা B2B সভা এবং নীতি সংলাপের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এবং ভারতীয় অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা প্রচার করেছে। একইসাথে, ইলেক্রামা ১,০০০+ এরও বেশি প্রদর্শক এবং ইন্ডাস্ট্রির নেতাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যুগান্তকারী প্রযুক্তি, সমাধান এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত। এই ইভেন্টে ৪০০,০০০+ এরও বেশি ব্যবসায়িক দর্শকের আগমনের আশা করা হয়েছে, যা এটিকে বৈদ্যুতিক শিল্প পেশাদারদের বৃহত্তম সমাবেশে পরিণত করবে।

এখন মাত্র ₹৪.৯৯ লক্ষ টাকা মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে মোটো মরিনি সেয়েমেজ্জো ৬৫০ রেঞ্জ

কলকাতা: ভারতে সেয়েমেজ্জো ৬৫০ লাইনআপের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে দাম কমানোর ঘোষণা করেছে মোটো মরিনি (এমএম), আদিশ্বর অটো রাইড ইন্ডিয়া (এএআরআই) ফ্যানদের জন্য তার এই সেরা মানের ইতালীয় মোটরবাইকগুলিকে আরও সাশ্রয়ী করা হয়েছে। এটি মোটো ভল্ট এবং মোটো মরিনি-এর জন্য এএআরআই-এর ২০২৫ সালের লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করে, যা ভারতীয় বাজারে ব্র্যান্ডের আবেদনকে আরও সম্প্রসারিত করবে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, এএআরআই সম্পূর্ণ নতুন দামে মাই-২০২৫ সেয়েমেজ্জো ৬৫০ স্ক্র্যাম্বলার এবং রেট্রো স্ট্রিট মডেলগুলি লঞ্চ করেছে, যা ইতালীয় পারফরম্যান্স, ডিজাইন এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছে এমন রাইডারদের জন্য যারা মূল্য প্রস্তাবকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। গ্রাহকরা এই এমএম সেইমেজ্জো ৬৫০ রেট্রো স্ট্রিট ৪,৯৯,০০০ টাকা (২,০০,০০০ টাকা ছাড়) এবং এমএম সেইমেজ্জো ৬৫০ স্ক্র্যাম্বলার ৫,২০,০০০ টাকা (১,৯০,০০০ টাকা ছাড়) দামে গারিগুলি সমস্ত মোটো ভল্ট-এর এক্স-শোরুম থেকে কিনতে পারেন। তবে, এই নতুন মূল্যগুলি ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে কার্যকর হয়েছে। সেয়েমেজ্জো ৬৫০ মডেলটি উপভোগ করতে ভিজিট করতে পারেন এক্স-শোরুমগুলিতে। এই আপডেটেড রেটগুলি সমস্ত উপলব্ধ রঙের বিকল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ফলে গ্রাহকরা কম খরচেই একই মানের অভিজ্ঞতা পেতে পারবেন। ঘোষণার সময়, এএআরআই-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকাশ ঝাবাখ বলেন, "আমরা ভারতীয় রাইডারদের জন্য মটো মোরিনির অসাধারণ মোটরসাইকেলের অ্যাক্সেস আরও কমাতে পেরে ভীষণ আনন্দিত। মূল্যের এই পরিবর্তনটি সেরা পণ্য সরবরাহের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতির সাথে সম্পূর্ণভাবে খাপ খায়।"

তরুণ বিনিয়োগকারীদের অবসর পরিকল্পনা সহজ করতে প্রোটিয়ান অ্যাপের নতুন পরিকল্পনা

শিলিগুড়ি: জাতীয় পেনশন সিস্টেম (NPS) এবং অটল পেনশন যোজনা (APY) এর জন্য ভারতের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রীয় রেকর্ডকিপিং সংস্থা (CRA), প্রোটিন ইগভ টেকনোলজিস, ডিজিটালি সচেতন প্রজন্মের জন্য তৈরি নতুন বৈশিষ্ট্য সহ তাদের পেনশন ব্যবস্থাপনা অ্যাপ, 'NPS by Protean' -কে আরও উন্নত করেছে। এই অ্যাপটি এনপিএস বিনিয়োগকারী এবং নতুন অবসরপ্রাপ্তদের জন্য সবচেয়ে সেরা সমাধান হাজির করেছে, যা অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ। এটি একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস, স্বজ্ঞাত নেভিগেশন এবং নিরাপদ সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। এটি ভ্রমণের সময় তরুণ বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি আদর্শ অ্যাপ, কারণ এতে নিবন্ধন, অবদান এবং এনপিএস অ্যাকাউন্ট পরিচালনা আগের চেয়ে এখন আরও বেশি সহজ হয়ে উঠেছে। এই নতুন 'NPS by Protean' অ্যাপটিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে eKYC, Digi Locker, orCKYC। এগুলি ব্যবহার করে সহজ নিবন্ধন, ব্যক্তিগতকৃত অবসর পরিকল্পনা, এমপিআইএন এবং বায়োমেট্রিক লগইনের মাধ্যমে বর্ধিত সুরক্ষা, নিরবচ্ছিন্ন টিয়ার II অ্যাকাউন্ট সক্রিয়করণ করা যাবে। একইভাবে, "ওয়ান-ওয়ে সুইচ" বৈশিষ্ট্য তহবিল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আরও নমনীয়তা প্রদান করবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির লক্ষ্য ব্যবহারকারীদের তাদের অবসর কৌশল পরিকল্পনা করতে এবং তাড়াতাড়ি শুরু করতে সহায়তা করা, যাতে তাদের সঞ্চয়কে আরো বাড়ানো যায়। এই উপলক্ষে, প্রোটিন ইগভ টেকনোলজিসের এমডি এবং সিইও শ্রী সুরেশ শেঠি বলেন, "আমাদের এই নতুন অ্যাপটি ডিজিটাল অনবোর্ডিং, লক্ষ্য পরিকল্পনার পাশাপাশি আরও অনেক কিছুই প্রদান করে। আমরা নিশ্চিত তরুণ বিনিয়োগকারীরা এই বিকল্পগুলির মাধ্যমে আরো সচেতন হয়ে উঠবে এবং সক্রিয়ভাবে তাদের অবসর পরিকল্পনা শুরু করতে পারবে।"

বাজাজ অ্যালিয়ান্স জেনারেল ইনস্যুরেন্সের নতুন ঘোষণা

কলকাতা: বাজাজ অ্যালিয়ান্স জেনারেল ইনস্যুরেন্স, ভারতের অন্যতম প্রাইভেট ইনস্যুরার কোম্পানি, ২০২৫ সালের জন্য গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস (জিআইইএ) -এর ঘোষণা করেছে। এই পুরস্কারগুলি এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা জুড়ে সাধারণ বীমা এবং স্বাস্থ্য বীমা উপদেষ্টাদের অবদানের জন্য উদযাপন করা হয়। ইন্ডাস্ট্রির একটি বিশ্বস্ত নাম হল এশিয়া ইনস্যুরেন্স রিভিউ (এআইআর), যা এই বছরের সম্মানীয় পুরস্কারগুলি তদারকি এবং পরিচালনা করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে, এটি বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আন্তর্জাতিক দক্ষতা যোগ করবে। বাজাজ অ্যালিয়ান্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্স ভারত এবং আন্তর্জাতিকভাবে বীমা শিল্পে ব্যতিক্রমী উপদেষ্টাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। পুরস্কারগুলি মূল্যায়ন করবেন রোনক শাহ, অনুশা থাভারাজা, আলা আল-জোহেরি, অ্যান্টনি লি ফুক ওয়ে, মো'মেন মুখতার, চন্দনা আলুথগামা এবং আর বালাসুন্দরাম সহ বিশেষজ্ঞদের একটি সম্মানিত প্যানেল। এই অনুষ্ঠানে এগারোটি পুরস্কারের সাথে বিভিন্ন বিভাগে সম্মানিত করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে সেরা স্বাস্থ্য বীমা উপদেষ্টা, সেরা মোটর বীমা উপদেষ্টা, সেরা সম্পত্তি বীমা উপদেষ্টা, সেরা মাল্টিলাইন বীমা উপদেষ্টা, সেরা পয়েন্ট-অফ-সেল এজেন্ট, সেরা মহিলা বীমা উপদেষ্টা, সেরা রুকি বীমা এজেন্ট, সেরা খুচরা ব্রোকার, সেরা গ্রাহক পরিষেবা পুরস্কার এবং লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড। মনোনয়নের জন্য অনলাইনে https://www.asiainsurancereview.com/giea2025/ ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ফিল-আপ করা যাবে, যা ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত খোলা থাকবে। বছরের শেষের দিকে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে এবং ভারতে একটি জাঁকজমকপূর্ণ পুরস্কার অনুষ্ঠানে উদযাপন করা হবে। এই পুরস্কারগুলি চ্যালেঞ্জিং সময়ে নাগরিকদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব এবং কাজের রূপান্তরমূলক প্রভাব তুলে ধরে।

এই প্রসঙ্গে বাজাজ অ্যালিয়ান্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের এমডি এবং সিইও তপন সিংহেল বলেন, "গ্লোবাল ইনস্যুরেন্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড (জিআইইএ)-এর সাথে, আমাদের লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক মাপকাঠির নিরিখে আমাদের নাগাল এবং প্রভাব প্রসারিত করে শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া। আমরা সারা বিশ্বে কর্মরত উপদেষ্টাদের অসাধারণ অবদানকে সম্মানিত করতে চাই, যারা প্রতিনিয়ত আড়ালে থেকেও গ্রাহকদের প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে দাঁড়ান, এককথায় এরা হলেন ইনস্যুরেন্স সেক্টরের মেরুদণ্ড। উদ্যোগটি ইন্ডাস্ট্রিতে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং দক্ষতা বাড়িয়ে তুলবে বলে নিশ্চিত।"

ইন্ডিয়ান ইনোভেশন আইকনসের ১০ম সংস্করণ উদযাপনের পথে মারিকো ইনোভেশন ফাউন্ডেশন

কলকাতা: আগামী ৬ মার্চ জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে মারিকো ইনোভেশন ফাউন্ডেশন (এমআইএফ) তাদের ইন্ডিয়ান ইনোভেশন আইকনস-এর ১০ম সংস্করণের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চলেছে। ইতিপূর্বে 'ইনোভেশন ফর ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ডস' নামে পরিচিত এই অনুষ্ঠানটি ব্যবসা ও সামাজিক ক্ষেত্রের মধ্যে সাতটি বৈপ্লবিক উদ্ভাবনকে তুলে ধরবে, যেগুলিকে ১,০০০ এন্ট্রির মধ্যে থেকে নির্বাচন করা হবে। দশম সংস্করণে বিজয়ী প্রতিযোগীরা তাদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে টেড-স্টাইলের (TED-style) আলোচনা করবেন। বিজয়ীরা ডিজিটাল প্রকাশনা ও এমআইএফ-এর নো-ইকুইটি এক্সিলারেটর প্রোগ্রামে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। বিগত প্রায় দুই দশক ধরে, ইনোভেশন আইকনস উচ্চ-সম্ভাবনাযুক্ত উদ্ভাবন সনাক্ত ও প্রদর্শন করে আসছে এবং ৬৫টিরও বেশি নবীন ধারণাকে মূলধারায় যুক্ত করেছে। ভারতের ইনোভেশন ইকোসিস্টেমের বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন মারিকো ইনোভেশন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা হর্ষ মারিওয়ালা। চেয়ারপার্সন অমিত চন্দ্র অনুষ্ঠানটির ভূমিকা নিয়ে তার আশাবাদ প্রকাশ করেছেন। মারিকো ইনোভেশন ফাউন্ডেশন প্ল্যাটফর্মটি চিরাচরিত বিজনেস মডেলকে পুনর্বিবেচনা করার এবং সামাজিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক উদ্ভাবনকে তুলে ধরার দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলেছে।

ডায়াবেটিস পরিচালনার সময় আপনার হার্টকে সুরক্ষিত রাখার গাইড

গুয়াহাটি: ডায়াবেটিস এবং হার্টের স্বাস্থ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। যা একজনের সামগ্রিক সুস্থতার উপর বড় প্রভাব ফেলে। যখন রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়, তখন প্রভাব শুধুমাত্র গ্লুকোজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না-এটি হার্টের কার্যকারিতা এবং সামগ্রিক কার্ডিওভাসকুলার স্ট্রেস বাড়ায়।

গবেষণা অনুসারে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনের কোনও না কোনও সময় হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ থাকে। রক্তে উচ্চ শর্করার মাত্রা রক্তনালী এবং হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুর ক্ষতি করতে পারে। ভালো খবর হল যে ডায়াবেটিস পরিচালনার জন্য যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা উচিত তা আপনার কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করতে পারে। ডাঃ নৃপেন দাস, ডায়াবেটিস এবং কার্ডিওলজির সিনিয়র ইন্টার্নিস্ট এবং পরামর্শদাতা, কেয়ারমড কার্ডিও-ডায়াবেটিক সেন্টার, গুয়াহাটি, বলেছেন, "ভারতে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অনেকেই হৃদরোগ সংক্রান্ত জটিলতার রিপোর্ট করছেন। এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে এই জটিলতা তরুণ জনসংখ্যার মধ্যেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদি ডায়াবেটিস সঠিকভাবে পরিচালনা করা না হয় তবে এটি উচ্চ রক্তচাপ, ব্যাড কোলেস্টেরল এবং উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইডের মতো কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। গ্লুকোজের ওঠানামা এড়াতে অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যকর ডায়েট অনুসরণ করা, নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং সিজিএম-এর মতো ডিভাইসের সাহায্যে গ্লুকোজ নিরীক্ষণ করা ভালো।"

ডাঃ কেনেথ লি, ডিরেক্টর, মেডিক্যাল অ্যাফেয়ার্স, ডায়াবেটিস ডিভিশন, অ্যাবট বলেন, "কার্যকর ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের জন্য, গ্লুকোজের মাত্রা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা অপরিহার্য। এটি অবিচ্ছিন্ন গ্লুকোজ মনিটরিং (CGM) ডিভাইসের মতো সরঞ্জাম ব্যবহার করে করা যেতে পারে। এই ধরনের ডিভাইসগুলিতে টাইম ইন রেঞ্জ (টিআইআর) এর মতো দরকারি মেট্রিক্স রয়েছে, যা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে একজনের গ্লুকোজের মাত্রা দিনে কোন সময় কী থাকে তা নির্দেশ করে। টিআইআর-এর ১০% বৃদ্ধি একজনের ক্যারোটিড ধমনীর অস্বাভাবিক পুরু হওয়ার ঝুঁকি ৬.৪% কমাতে পারে। অতএব, কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ এড়াতে অতিরিক্ত টিআইআর অর্জন গুরুত্বপূর্ণ।"

জেইই মেইন ২০২৫ সেশন ১-এ ফিজিক্সওয়ালার ছাত্রদের উৎকৃষ্ট ফলাফল

দুর্গাপুর: ফিজিক্সওয়ালার (পিডব্লিউ) দুর্গাপুর কেন্দ্রের তিনজন ছাত্র সম্প্রতি জেইই মেইন সেশন ১ ২০২৫ পরীক্ষায় ৯৯ পার্সেন্টাইলের উর্ধ্বে স্কোর করেছে। সৌরিশ ভৌমিক (৯৯.৬২), সৌম্যনেত্র রায় (৯৯.৫৬), এবং সোমান মোদক (৯৯.৪৬) দুর্গাপুর কেন্দ্রের এই অসাধারণ পারফরম্যান্সের শীর্ষে রয়েছেন। ফিজিক্সওয়ালা শিক্ষা সংস্থাটি সারাদেশে তাদের চমৎকার সামগ্রিক ফলাফল প্রকাশ করেছে। তাদের প্রোগ্রাম থেকে বিভিন্ন রাজ্যের চারজন শীর্ষস্থানীয় ছাত্র উঠে এসেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গুজরাটের শিবেন বিকাশ তোশনিওয়াল ১০০ পার্সেন্টাইল অর্জন করেছেন। অন্যান্য রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন মিজোরামের ইশান্ত ভার্মা (৯৯.৫৭), অরুণাচল প্রদেশের প্রণয় কুমার রায় (৯৯.৩৮), এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কামরান বিলাল ভাট (৯৯.৮৯)।

সর্বমোট, পিডব্লিউ ৯৯.৫ পার্সেন্টাইলের উর্ধ্বে ৬১২ জনেরও বেশি ছাত্র, ৯৯ পার্সেন্টাইলের উর্ধ্বে ১,৩৫৯ জনেরও বেশি ছাত্র, এবং ৯৮ পার্সেন্টাইলের উর্ধ্বে ৩,৫৪৮ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর কথা জানিয়েছে। গণনা এখনও চলছে। পিডব্লিউ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অলখ পাণ্ডে সফল ছাত্রদের অভিনন্দন জানিয়েছেন, সেইসঙ্গে যারা তাদের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি তাদের আসন্ন জেইই মেইন সেশন ২-এর জন্য (যা ২০২৫ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে) প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করেছেন।পিডব্লিউ সংস্থাটি 'মঞ্জিল ২.০' নামে ইউটিউবে উপলব্ধ একটি বিনামূল্যের ব্যাপক রিভিশন সিরিজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে সহায়তা দিচ্ছে।

গবাদি পশু কল্যানের জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে এসএমএফজি

কলকাতা: এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট, ভারতের সবচেয়ে বড় গবাদি পশু কল্যাণ পাঠের জন্য গিনেস একেবারে নতুন ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তৈরী করেছে, যেখানে ছয়টি স্থান থেকে ৫১৭ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। পশু বিকাশ দিবসের সপ্তম সংস্করণের সময় এটি অর্জন করা হয়েছিল, যা ভারতের সবচেয়ে বড় একদিনের গবাদি পশু যত্ন শিবির। অনুষ্ঠানটি ভারতের ১৬টি রাজ্যের ৫০০টি জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট ভারতীয় জনসম্প্রদায়গুলির মধ্যে অটুট বন্ধনকে উদযাপন করে 'মেরা পশু মেরা পরিবার' থিমের অধীনে এই সপ্তম পশু বিকাশ দিবসের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সংস্থাটি ভারতের ৬৫-৭০% গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকা এবং আর্থিক সুস্থতায় গবাদি পশুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে। এই বার্ষিক পিভিডি ইভেন্টে ৬,০০০ এরও বেশি কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, যা গ্রামীণ কল্যাণের প্রতি কোম্পানির প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরদার করেছে। পশু বিকাশ দিবস, গবাদি পশুর যত্ন শিবিরের উদযাপন, ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস ইউনিয়ন, লিমকা বুক অফ রেকর্ডস, বেস্ট অফ ইন্ডিয়া রেকর্ডস এবং ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস দ্বারা নতুন বিশ্ব রেকর্ড তৈরী করেছে। এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী শান্তনু মিত্র বলেন, "এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট এমন সামাজিক উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করতে চায়, যা সমাজে একটি ইতিবাচক প্রভাবের সৃষ্টি করবে। বর্তমানে টিয়ার-২+ স্থানে আমাদের শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে। গত দুই বছরে আমরা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দিয়ে ৩০০টি শাখা যোগ করেছি। এমনকি গবাদি পশুর যত্নে আমাদের কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য একাধিক স্থানে বৃহত্তম গবাদি পশু কল্যাণ পাঠ করে ইতিমধ্যেই আমরা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অর্জন করেছি, যা সত্যিই আনন্দের।"

রণবীর সিং-এর সাথে স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্লকবাস্টার অ্যালার্ট

শিলিগুড়ি: স্কোডা অটো ইন্ডিয়া তাদের প্রথম সাব-৪-মিটার এসইউভি, কাইলাক লঞ্চ করে নতুন মাইলফলক অর্জন করেছে পাওয়ারহাউস রণবীর সিংকে প্রথম 'ব্র্যান্ড সুপারস্টার' হিসেবে নিযুক্ত করে। গ্রাহকদের জন্য একেবারে একচেটিয়া স্কোডা-স্টাইলের মানুষ-চালিত প্রচারণার মাধ্যমে চিহ্নিত, যার পরিচালনা করছেন রণবীর সিং। ভারতীয় অটোমোটিভ বাজারে ভবিষ্যতে আরও উন্নয়ন ঘটাতে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া বলিউড তারকা রণবীর সিংয়ের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। এটি কোম্পানির প্রবৃদ্ধির কৌশলের সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার মধ্যে রয়েছে এলরোক, এন্যাক ইভি, কোডিয়াক লাক্সারি ৪x৪, অক্টাভিয়া ভিআরএস, সুপারব লাক্সারি সেডান, এমওয়াই ২০২৫ কুশাক এবং কাইলাক সহ আইসিই এবং ইভি যানবাহনের একটি পোর্টফোলিও। এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হল ভারতে ব্র্যান্ডের নাগালকে সম্প্রসারণ করা। এছাড়াও, কোম্পানির ২০২৬ সালের মধ্যে বার্ষিক ১০০,০০০ গাড়ি বিক্রি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সিংয়ের সাথে অংশীদারিত্ব ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ স্কোডা অটো ইন্ডিয়াকে ৩৫০টি টাচপয়েন্টে পৌঁছাতেও সাহায্য করবে। খুব শীঘ্রই, স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার প্রথম ব্লকবাস্টার ছবিটিও মুক্তি পেতে চলেছে, যেখানে রণবীর সিং -এর সাথে কাইলাক কে অভিনয় করতে দেখা যাবে। এরপরে, মার্চের শেষের দিকে একটি ব্র্যান্ড-কেন্দ্রিক সিনেমাও মুক্তি পেতে চলেছে, যা বছরের শেষের দিকে ফ্যান এবং গ্রাহকদেরকে রণবীর সিং এবং স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার সাথে দেখা করার সুযোগ দেবে। স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর পিটার জানেবা, এই অ্যাসোসিয়েশনের শেয়ার সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, "আমরা রণবীর সিংকে কোম্পানির প্রথম 'ব্র্যান্ড সুপারস্টার' হিসেবে ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত, যা কোম্পানির আবেগ এবং নীতির প্রতিফলন। অংশীদারিত্বটি ইউরোপের বাইরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসেবে স্কোডার অবস্থানকে শক্তিশালী করবে বলে আমরা নিশ্চিত, যা কেবল উন্নতমানের পণ্যই বাজারে নিয়ে আসবে না বরং বিস্তৃত পরিষেবাও দেবে।"

নাথিং থ্রি এ সিরিজে অসাধারণ ফটোগ্রাফি

শিলিগুড়ি: লন্ডন-ভিত্তিক প্রযুক্তি কোম্পানি নাথিং তাদের আসন্ন ফোন (থ্রিএ) সিরিজের মাধ্যমে স্মার্টফোন ফটোগ্রাফিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে চলেছে। এই ফ্ল্যাগশিপ ক্যামেরা সিস্টেমে থাকছে একটি নতুন পেরিস্কোপ লেন্স, এআই-এনাবেলড ক্ল্যারিটি এনহ্যান্সিং অ্যালগরিদম। যেকোনো পরিবেশে ট্রু-টু-লাইফ ছবি এবং ভিডিও ক্যাপচার করতে সাহায্য করবে।

নাথিং ফোন (থ্রিএ) সিরিজ তার পূর্বসূরী (টুএ) সিরিজের তুলনায় ক্যামেরায় উল্লেখযোগ্য আপগ্রেড এনেছে। যা হল তিন গুণ অপটিক্যাল জুম সহ ৫০ এমপি পেরিস্কোপ লেন্স, ছয় গুণ ভালো ইন-সেন্সর জুম এবং ষাট গুণের আল্ট্রা জুম। থাকছে পেশাদার-লেভেলের ফটোগ্রাফির জন্য বিশেষ হার্ডওয়্যার ট্রুলেন্স ইঞ্জিন থ্রি পয়েন্ট ও। ৫০ এমপি প্রাইমারি সেন্সর। যা পিক্সেল লেভেলে ৬৪% বেশি আলো ক্যাপচার করে। স্টেবিলাইজড ফুটেজ এবং রাতে আল্ট্রা এইচডিআর ফটো আউটপুট এবং ফোরকে ভিডিও রেকর্ডিং-এর জন্য বিশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার। নাথিং ফোন (থ্রি এ) সিরিজটি ৪ মার্চ বিকাল সাড়ে তিনটায় লঞ্চ করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা ফ্লিপকার্টে বিজ্ঞপ্তির জন্য সাইন আপ করতে পারেন।

ইতিমধ্যেই শুরু হল টিকেএম-এর নতুন ল্যান্ড ক্রুজার ৩০০-এর বুকিং

শিলিগুড়ি: টয়োটা কিরলোস্কর মোটর, সম্প্রতি তার নতুন ল্যান্ড ক্রুজার ৩০০-এর জন্য বুকিং শুরু করার ঘোষণা করেছে। এটি ৭০ বছরের ঐতিহ্যের সাথে তৈরী শক্তিশালী ক্ষমতার প্রতীক। ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সিলেন্সে ভরপুর গাড়িটি বিশেষ করে বিলাসবহুল এবং অফ-রোড উৎসাহীদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। টয়োটার ফ্ল্যাগশিপ এসইউভি, ল্যান্ড ক্রুজার ৩০০, বরাবরই তার নির্ভরযোগ্যতা, উপস্থিতি এবং কর্মক্ষমতার জন্য পরিচিত। তবে এর লেটেস্ট এডিশনটিতে বিপ্লবী নতুন প্ল্যাটফর্ম, উন্নত পাওয়ারট্রেন, সেরার সেরা নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্য যোগ করার সাথে সাথে বিলাসিতা এবং শক্তির এক নিরবচ্ছিন্ন মিশ্রণও ঘটানো হয়েছে। এছাড়াও, ল্যান্ড ক্রুজার ৩০০ এসইউভি-টি ৩১.২৪ সেমি টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম, জেবিএল প্রিমিয়াম অডিও সিস্টেম এবং টয়োটা আই-কানেক্ট টেলিমেটিক্স সিস্টেমের মতো উন্নত প্রযুক্তি অফার করে। এই এসইউভি- এর দুটি ভেরিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে, জেডএক্স এবং জিআর-এস, এগুলি ১০ স্পিডের অটোমেটিক ট্রান্সমিশন দিয়ে সজ্জিত, যা মসৃন অ্যাক্সেলারেশন এবং অপ্টিমাইজড পাওয়ার ডেলিভারি করে। টয়োটার AWD ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি উন্নত স্থিতিশীলতা এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি, এই GR-S ভেরিয়েন্টে ডিফারেনশিয়াল লক এবং শক অ্যাবজর্বার সহ একটি অফ-রোড-টিউনড সাসপেনশন রয়েছে। জিআর-এস ভেরিয়েন্টটি প্রিশিয়াস হোয়াইট পার্ল এবং অ্যাটিটিউড ব্ল্যাক রঙের বিকল্পে পাওয়া যাচ্ছে, অন্যদিকে জেডএক্স ভেরিয়েন্টটি উষ্ণ এবং মার্জিত পরিবেশের জন্য নিউট্রাল বেইজ রঙ এবং সাহসী ও আধুনিক নান্দনিকতার জন্য কালো রঙে পাওয়া যাচ্ছে। টয়োটা কিরলোস্কর মোটরের বিক্রয়-পরিষেবা-ব্যবহৃত গাড়ি ব্যবসার ভাইস প্রেসিডেন্ট ভারিন্দর ওয়াধওয়া, তার মতামত প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের এই ল্যান্ড ক্রুজার ৩০০ টি TNGA-F প্ল্যাটফর্মের উপর নির্মিত একটি শক্তিশালী SUV, যা একটি শক্তিশালী টুইন-টার্বো V6 ইঞ্জিন, উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য এবং একটি বিলাসবহুল অথচ মজবুত নকশা প্রদান করে। আরাম, কার্যক্ষমতা এবং অ্যাডভেঞ্চারের এক অতুলনীয় মিশ্রণের সাথে গাড়িটি গ্রাহকদের কাছে সেরা আইকন হয়ে উঠবে বলে আমরা নিশ্চিত।"

শীতের শেষে বাঁধাকপিতে ভরে আছে ক্ষেত

আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া: জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ সহ দলের মণ্ডল সভাপতি নির্বাচনে স্বজন পোষণের অভিযোগ তুলে জেলা অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাল কাটোয়া ১ নম্বর মণ্ডলের বিজেপি কর্মীরা। প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি স্বপন চক্রবর্তীর অভিযোগ অবৈধভাবে মন্ডল সভাপতি নির্বাচন করার জন্যই। কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা বিজেপির কার্যালয়ে তালা দিয়েছি। ঘন্টা খানেক পর কার্যালয়ের তালা ভেঙে বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক অফিসে প্রবেশ করেন। যদিও এই ঘটনাকে বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক সীমা ভট্টাচার্য আমল দিতে রাজি না। সোমবার বিকেলে কাটোয়ার মণ্ডলহাটে সাংগঠনিক জেলার কার্যালয়ের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা। বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক সীমা ভট্টাচার্যের অপসারণ চেয়ে কাটোয়া ১ নম্বর মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি স্বপন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কর্মীরা বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভের মাঝে কর্মীরা জেলা কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়। প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি স্বপন চক্রবর্তী বলেন, জেলা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায় গত লোকসভা ভোটে দলের নির্বাচনী তহবিল থেকে আসা ৩০ লাখ টাকা নয়ছয় করেছে। জেলা নেতৃত্ব অবৈধভাবে কাউকে না জানিয়ে রবিবার ২২ জন মন্ডল সভাপতির তালিকা প্রকাশ করে। স্বপনবাবুর দাবি আমি আর্থিক দুর্নীতির কথা বলতেই আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সীমা ভট্টাচার্য বলেন, দলীয় নিয়ম মেনে কর্মীদের বয়সের নিরিখে মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে। দলবিরোধী কাজের জন্য স্বপন চক্রবর্তীকে দল সাসপেন্ড করেছে। নবনির্বাচিত মণ্ডল সভাপতি অনিল পালকে বরণ করে জেলা সম্পাদক সীমা ভট্টাচার্য বলেন, যার নেতৃত্বে এই কাজ হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজ্য নেতৃত্ব তদন্ত করবে।

ফাঁকা বাড়ি পেয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতেই চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ফাঁকা বাড়ি পেয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা চুরি করল এক ব্যক্তি। সেই চুরির ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চুরির সামগ্রী উদ্ধার ও একজনকে গ্রেফতার করল দিনহাটা থানার পুলিশ। শনিবার দুপুরে দিনহাটা থানায় প্রেস মিট করে বিস্তারিত তথ্য জানালেন দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র ও আইসি জয়দীপ মোদক। ধীমানবাবু জানান, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কোয়ালিদহ এলাকার বাসিন্দা পার্থ সরকার প্রতিবেশীর বাড়িতে বিয়ে অনুষ্ঠানে যান। সেই সময় বাড়ি ফাঁকা পেয়ে প্রতিবেশী যুবক মনোজিৎ সরকার চুরির ঘটনা ঘটায়। পার্থ সরকারের বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার ও নগদ ৬ হাজার ২০০ টাকা চুরি করে চম্পট দেয়। এরপর গতকাল ১৪ তারিখ দিনহাটা থানায় চুরির ঘটনা জানিয়ে পার্থবাবু লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দিনহাটা থানার পুলিশ ওই এলাকার মনোজিৎ সরকারকে গ্রেফতার করে চুরির সামগ্রী উদ্ধার করে। আজ গ্রেফতার ব্যক্তিকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ।

বড়শাকদল গ্রামে বস্তাবন্দী পচা গলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের রাখালমারি এলাকায় পুকুর থেকে উদ্ধার হল বস্তাবন্দি পচাগলা দেহ। স্থানীয় এক ব্যক্তি মিঠুন দেবের পুকুরে উদ্ধার হয় ওই বস্তাবন্দি পচাগলা দেহ। সোমবার দুপুরে মিঠুনবাবু বলেন, মাঝে মাঝে তিনি তার পুকুরে বস্তা ভর্তি মাছের খাবার,পলুর মল দিতেন। এবং হঠাৎ পুকুর দেখতে আসতেন, সেই মোতাবেক আজও পুকুর পরিদর্শনে এসে দেখেন তার পুকুরে একটি বস্তা মুখ বাঁধা অবস্থায় ভেসে আছে। এরপর সেই বস্তার মুখ খুলতেই দেখতে পান হাড় জাতীয় কিছু রয়েছে এবং দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামীণ পুলিশকে ফোন করে ঘটনাটি জানান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ এসে দেখতে পায় যে পুকুরে একটি বস্তা ভেসে রয়েছে। পরবর্তীতে পুকুর থেকে সেই বস্তা তুলতেই দেখা যায় যে বস্তাবন্দি অজ্ঞাত পরিচয় একটি পচাগলা মৃতদেহ। খবর চাউর হতেই সেখানে ভিড় জমায় স্থানীয় এলাকার মানুষজন। যদিও ওই পুকুর মালিকের দাবি স্থানীয় এলাকার কেউ নিখোঁজ হয়নি, তবে তার পুকুরে বস্তাবন্দি অজ্ঞাত পরিচয় একটি পচাগলা দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজের মদ্যপানের ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে এক তরুণ একটি মদের বোতল ও মদভর্তি গ্লাস নিয়ে এক মহিলার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলছেন। ভিডিওটি এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাতৃমার বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর শোরগোল শুরু হয়েছে। তবে, ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করা হয়নি।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছেও ভিডিওটি পৌঁছেছে এবং এই বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় জানিয়েছেন, "ভিডিওটি দেখেছি, তবে সেটি বর্তমান সময়ের নাকি পুরোনো ভিডিও, তা এখনও নিশ্চিত হয়নি। আমরা এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করছি।" হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে সবসময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর থাকে এবং সেখানে রোগীর পরিজনদের ভিজিটিং আওয়ার ছাড়া প্রবেশের অনুমতি থাকে না। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর সবার মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রশ্ন উঠেছে—কীভাবে এই ঘটনা ঘটল? যদি ভিডিওটি সত্যি হয়, তবে হাসপাতালের ভিতরে মদের আসর বসানোর ঘটনায় তদন্তের দাবি উঠেছে। সেই সঙ্গে, জড়িতদের শাস্তির দাবি করেছেন রোগীর পরিজনরা।

এদিকে, হাসপাতালের কর্মীদের একাংশের দাবি, ভিডিওটি পুরোনো এবং মদ্যপানের জন্য অভিযুক্তদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে, তবে এই

ভাইরাল ভিডিও তাদের জন্য অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে।

আরও এক ঘটনা, রবিবার মাতৃমা বিভাগে এক সদ্যোজাতের মৃত্যু ঘটেছে। কোচবিহার-২ ব্লকের ঘোড়ামারার বাসিন্দা এক মহিলা ১৪ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি সন্তান প্রসব করেন। তবে, সেই সদ্যোজাতটির মৃত্যু ঘটে, যার জন্য রোগীর পরিজনরা চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ করেছেন। চিকিৎসকরা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ঘটনাটি নিয়ে বিক্ষোভের পর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কোতোয়ালি থানার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "লিখিত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।"

এমজেএন মেডিকেল কলেজে এখন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং কর্তৃপক্ষ দ্রুত তদন্তে নামবে বলে জানিয়েছেন তারা।

মাধ্যমিকে মোবাইল নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থী, সে কথা মাথায় রেখে কড়াকড়ি উচ্চ মাধ্যমিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা চলাকালীন মোবাইল ফোন নিয়ে ঢোকার অভিযোগ উঠল এক পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। দিন কয়েক আগে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় সেন্টারে। ওই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। ওই ঘটনায় পরীক্ষা কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। ওই বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলি সাংবাদিকদের জানান, ওই পরীক্ষার্থী তুফানগঞ্জ ইলাদেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন। তার পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছিল তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়। পর্ষদের নির্দিষ্ট আইন মেনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে কিভাবে ওই পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে।

মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষার সময় সন্দেহ হওয়ায় তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের এক পরীক্ষার্থীকে তল্লাশি করা হয়। পরীক্ষা বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ওই ছাত্রীর কাছ থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পরীক্ষা কেন্দ্রে কর্তব্যরত শিক্ষক। পরে জানাজানি হতেই ওই ছাত্রীকে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে সরিয়ে সেন্টারের প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যাতে অন্যান্য ছাত্রীদের পরীক্ষার সমস্যা না হয়। পরে তার তাকে বাকি সময় পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি। তার মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আর তার ফলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়েও সতর্ক হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ। আগামী ৩ মার্চ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। ওই পরীক্ষার সময়ে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করানোর পরে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষ উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। প্রদীপ প্রজ্জলন মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। তারপর একটি **র‍্যালি** বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে যেখানে বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96